নির্বাচনের আগে ফের সরব হচ্ছেন শিক্ষকরা

এম এইচ রবিন
১০ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে জাতীয় নির্বাচনের আগে শিক্ষক আন্দোলন এক পরিচিত দৃশ্য। ক্ষমতাসীন সরকারের মেয়াদের শেষ প্রান্তে কিংবা নির্বাচনমুখী অস্থিরতার সময়ে শিক্ষক সমাজ বারবার রাস্তায় নেমেছেন নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য। এবার অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও সেই ধারায় আন্দোলনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা। জাতীয়করণ ও বিভিন্ন ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে আগামী ১৩ আগস্ট ঢাকায় মহাসমাবেশের ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

‘এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোট’-এর আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মঈন উদ্দীন এবং সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী এ ঘোষণা দিয়েছেন। তাদের আহ্বানে দেশের ৬৪ জেলার এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা ঢাকায় সমবেত হবেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মহাসমাবেশ শেষে সচিবালয় অভিমুখে পদযাত্রা এবং প্রয়োজনে সচিবালয় ঘেরাওয়েরও হুশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী বলেন, সরকারি শিক্ষকদের সমপদস্থ আমরা বছরের পর বছর বেতন-ভাতা বৈষম্যের শিকার। শিক্ষা উপদেষ্টার ঘোষণা সত্ত্বেও প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া আমাদের

প্রতি অবহেলার প্রমাণ। ১০ আগস্টের মধ্যে দাবি বাস্তবায়িত না হলে ১৩ আগস্ট থেকে ধারাবাহিক কর্মসূচি শুরু হবে।

শিক্ষকরা দেশের প্রতিটি অঞ্চলে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। নির্বাচনী রাজনীতিতে তাদের সমর্থন একটি বড় ফ্যাক্টর। তাই নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষক সমাজকে সন্তুষ্ট রাখতে আগ্রহী থাকে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আন্দোলন যদি ব্যাপক জনসমর্থন পায়, তাহলে অন্তর্বর্তী সরকার বা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক শক্তি কোনো না কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হবে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. হুমায়ুন কবির বলেন, নির্বাচনের আগে শিক্ষক আন্দোলন সরকারের জন্য এক সংবেদনশীল ইস্যু। অতীতের মতো এবারও নির্বাচনের আগে জাতীয়করণ ও ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে মাঠে নামছে শিক্ষক সমাজ। অন্তর্বর্তী সরকারের সীমাবদ্ধতা আছে, প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না। কিন্তু মূল প্রশ্ন রয়ে যাবে- এই প্রতিশ্রুতি কি নির্বাচনের পর বাস্তবে রূপ নেবে, নাকি আবারও কাগজে আটকে যাবে?

আন্দোলনের কৌশল ও সম্ভাব্য কর্মসূচি : আন্দোলনকারীরা এবার শুধু মহাসমাবেশ নয়, বরং দেশব্যাপী ধারাবাহিক কর্মসূচির রূপরেখাও তৈরি করেছেন। ১৩ আগস্টের মহাসমাবেশ হবে প্রধান সূচনা। এরপর সচিবালয় ঘেরাও, কর্মবিরতি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মানববন্ধন, এমনকি লাগাতার অবস্থান কর্মসূচিও হাতে নেওয়া হতে পারে।

জাতীয় শিক্ষক ঐক্য পরিষদের সমন্বয়ক মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, জাতীয়করণ কেবল আমাদের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয় নয়, এটি শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্যও অপরিহার্য। নির্বাচনের আগে সরকারের কাছে এটি বাস্তবায়নের সেরা সময়।

সরকারের অবস্থান প্রসঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার বলেন, শিক্ষকদের দাবিগুলো যৌক্তিক। তবে জাতীয়করণের মতো বড় সিদ্ধান্ত নতুন নির্বাচিত সরকারকেই নিতে হবে। ভাতাসংক্রান্ত বিষয়গুলোও বাজেট ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন সম্ভব।

শিক্ষকদের জীবনের বাস্তবতা নিয়ে ময়মনসিংহের একটি কলেজের শিক্ষক সেলিম আহমেদ বলেন, সরকারি কলেজের শিক্ষকের চেয়ে আমাদের বেতন অর্ধেকেরও কম। সন্তানদের পড়াশোনা, পরিবারের চিকিৎসা- সবকিছুতেই আমরা আর্থিক চাপে থাকি। জাতীয়করণ ছাড়া এ অবস্থা পাল্টাবে না।

খুলনার এক স্কুল শিক্ষিকা শারমিন আক্তার বলেন, আমরা কেবল বেতন-ভাতার দাবিতে নই, আমরা মর্যাদা ও ন্যায্যতার জন্যও আন্দোলন করছি। শিক্ষকরা বাঁচলে শিক্ষা বাঁচবে।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোজাম্মেল হক চৌধুরী মনে করেন, নির্বাচনের আগে শিক্ষক আন্দোলনের সরব হয়ে ওঠা একদিকে ন্যায্য দাবির স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে রাজনৈতিক বাস্তবতাকে কাজে লাগানোর কৌশল। এই আন্দোলন কেবল পেশাগত সুবিধার জন্য নয়; এটি শিক্ষার ভবিষ্যৎ, রাষ্ট্রের উন্নয়ন অগ্রাধিকার এবং সামাজিক ন্যায্যতার প্রতীক।

আন্দোলকারী শিক্ষকরা জানান, ২০১৮ সালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ২০ দিনব্যাপী অবস্থান ও অনশন কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারকে ৫ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ও ২০ শতাংশ বৈশাখী ভাতা কার্যকর করতে বাধ্য করা হয়। সে সময় সরকার জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই প্রতিশ্রুতি কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈষম্য নিরসন নিয়ে আলোচনায় কিছু নতুন ঘোষণা আসে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উৎসব ভাতা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পরবর্তী বাজেটে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও ‘শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা’ চালুর আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু ২০২৫-২৬ অর্থবছর শুরু হলেও এসব ভাতার প্রজ্ঞাপন এখনও জারি হয়নি, যা শিক্ষক সমাজের ক্ষোভকে আরও বাড়িয়েছে।